দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 5 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষা সম্পর্কিত একটি সম্পাদকীয় এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে

শেখ সাইফুল আলম

একটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে 'সংবাদ' পত্রিকার একটি সম্পাদীয় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় এই পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে সমালোচনা করার পূর্বে আমি 'সংবাদ' পত্রিকার পাঠকদের প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। ঐতিহ্যগতভাবে সংবাদ পত্রিকার একজন ভক্ত পাঠক হওয়ায় এই পত্রিকার পাঠকদের প্রকৃতি কেমন সে সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে মিশে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাহলো- উচ্চ শিক্ষিত, প্রগতিশীল, মুক্তমনা, উদার, বিজ্ঞানমনস্ক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বেশিরভাগ ব্যক্তিই সংবাদ পত্রিকার ভক্ত-পাঠক। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে এই গুণগুলো থাকলেও এখনও শিক্ষক সমাজের মধ্যেই এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাই শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংবাদ পত্রিকার ভক্ত-পাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই পত্রিকার চিঠিপত্রের কলাম, মুক্ত আলোচনা প্রভৃতি বিষয় পড়লেও এর সত্যতা মেলে।

আমার ধারণা সংবাদ কর্তৃপক্ষও বিষয়টি অবগত বলে শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, মুক্ত আলোচনা, চিঠিপত্র অত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকেন। হয়ত সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সংবাদ' ''পিএসসির সুপারিশ ও শিক্ষক নিয়োগে গড়িমসি'' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় ১৩-০৯-৯৮ খৃঃ প্রকাশ করেছে। এর মূল কথা হলো পিএসসি বাছাই পরীক্ষা নেওয়ার পর সরকারি কলেজের জন্য অধ্যাপক পদে ১৭ জন, সহযোগী অধ্যাপক পদে ৬০ জন ও সহকারী অধ্যাপক পদে ৮১ জন- সর্বমোট ১৫৮ জনকে নিয়োগদানের সুপারিশ করে। কিন্তু প্রায় এক বছর হতে চলল শিক্ষা মন্ত্রণালয় পদোন্নতি ও Lateral entry'র উপর আদালতের অজুহাত দেখিয়ে উক্ত নিয়োগদানে কিভাবে দীর্ঘসূত্রতা করছে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত সম্পাদকীয় সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অত্র পত্রিকার চিঠিপত্রের কলামে ১৭-০৯-৯৮ খৃঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। একটি সম্পাদকীয় সম্পর্কে মন্ত্রণালয় তাদের বক্তব্য প্রদান করে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও সংবাদ পাঠকদের কাছে ঐ বক্তব্যের গ্রহণ-যোগ্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি কিরূপ তা জানানো প্রয়োজন মনে করছি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় হলো বাংলাদেশের

প্রদান, (৫) দেশ ও বিদেশে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, (৬) শিক্ষার মান উন্নয়নে ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কমিশন নিয়োগ, (৭) শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা নির্ধারণ এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, (৮) জাতীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ, (৯) শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় নীতি নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি ও Lateral entry'র উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞার মত যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। কেননা পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রণীত ত্রুটিপূর্ণ নীতির কারণেই ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছেন। এমতাবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌক্তিক, বৈষম্যহীন ত্রুটিমুক্ত নীতি প্রণয়ন করে সহজেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

যাহোক মূল বিষয়ে আসা যাক। সংবাদ-এর উক্ত সম্পাদকীয় এবং মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহামান্য আদালত শুধু পদোন্নতি এবং Lateral entry'র উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। নতুন শিক্ষক নিয়োগের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর আমরা তাই দেখতে পাই উক্ত নিষেধাজ্ঞার পরও সপ্তদশ বিসিএস-এর মাধ্যমে বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তারা রীতিমত চাকরি করছেন। এদের কারো কোন জটিলতা হয়েছে বলে শুনিনি। মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য থেকে আরও বুঝা যাচ্ছে যে, ১০% কোটায় সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতি বা Lateral entry নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে নতুন নিয়োগ। তাই এ প্রসঙ্গে আদালতের নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন তোলাও কি অবান্তর নয়? তবুও আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদালতের নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন তুলে ১৫৮ জন উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবী ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জটিলতা হতে পারে এই আশঙ্কা করে নিয়োগদান না করে প্রথমে আইন মন্ত্রণালয় ও পরে এটর্নি জেনারেলের কাছে আইনগত ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে। আমার প্রশ্ন আইনগত ব্যাখ্যা জানতে কত মাস লাগে? ফাইল যদি কচ্ছপ গতিতেও চলে তবুও দুই মাসের বেশি লাগার কথা নয়। এমতাবস্থায় প্রায় এক বছর পরে 'সংবাদ' সম্পাদকীয়'র মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষানুরাগী সচেতন নাগরিকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এতে যদি কেউ হতাশ হয় তাহলে তো বলার কিছু থাকে না।

সত্য বলতে কি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশির ভাগ সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। অথচ সে অনুপাতে কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। ফলে সরকারি কলেজগুলোতে প্রায় কয়েক হাজার শিক্ষকের পদ খালি পড়ে রয়েছে। কলেজগুলোতে শিক্ষকের অভাবে ঠিকমত লেখাপড়া হচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে নকল প্রবণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শিক্ষার মান নিম্ন থেকে নিম্নতর হচ্ছে। এমতাবস্থায় উচ্চতর ডিগ্রীধারী, অভিজ্ঞ ১৫৮ ব্যক্তিকে নিয়োগদান করলে শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও উপকৃত হত।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য শিক্ষার মান উন্নত করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরও কর্মতৎপর হতে হবে। আমরা জানি পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করা হয়েছে বর্তমান সরকারকে সে জজ্ঞাল পরিষ্কার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তবে আশার কথা বর্তমান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বর্তমান শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ মহোদয় একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা যিনি একাত্তরে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। তাই এ রকম দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাসমূহ দ্রুত নিরসন করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

(লেখক ঃ রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের একজন প্রভাষক।)